গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ডিটিসিএ শাখা
www.rthd.gov.bd

নং ৩৫.০০.০০০০.০৪৮.২২.০০৯.১১(অংশ-২)-৬৬ তারিখঃ ২৪/০৪/২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ এর প্রাথমিক খসড়া পর্যালোচনার নিমিত্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে গত ১০/০৪/২০২২ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ এর প্রাথমিক খসড়া পর্যালোচনার নিমিত্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কর্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো (কপি সংযুক্ত)।

০২. এমতাবস্থায় ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ এবং প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ এর তুলনামুলক বিবরণী এতদসংগে প্রেরণপূর্বক উক্ত সভার ৫(গ) এর সিদ্ধান্তের আলোকে এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: (ক) ১০/০৪/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী;
(খ) ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২; ও
বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ এর তুলনামূলক বিবরণী।

(মোঃ মুর্শিদ আলম)
সহকারী সচিব
৫৫১০০৭১৪

সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট
আইসিটি ইউনিট
সড়ক পরিবহন ও মহা সড়ক বিভাগ

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে)।

১। নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), নগর ভবন, ঢাকা
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩। অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪। অফিস কপি/মাস্টার কপি

সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম এনালিষ্ট/ সিনিয়র প্রোগ্রামার
প্রোগ্রামার
মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
সংমেঃ ই-১/ সংমেঃই-২
নথি
ডাইরি নং.................
তারিখ: 24/04/2022

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ডিটিসিএ শাখা

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধনপূর্বক 'বাংলাদেশ আরবান ট্রান্সপোর্ট অথরিটি আইন, ২০২২' অথবা 'বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২' এর প্রাথমিক খসড়া পর্যালোচনার নিমিত্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: মোঃ নজরুল ইসলাম
	: সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ	: ১০ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ
স্থান	: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা আরম্ভ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব নীলিমা আখতার, অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং নির্বাহী পরিচালক (অতিঃ দাঃ), ডিটিসিএ আইন সংশোধন তথা ডিটিসিএ পুনর্গঠনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের গত ২৮/০৭/২০১৯ তারিখের পত্রে ডিটিসিএ'র অধিক্ষেত্র সমগ্র বাংলাদেশ নির্ধারণ করে প্রতিষ্ঠানটির নাম "বাংলাদেশ আরবান ট্রান্সপোর্ট অথরিটি" আইন প্রণয়নের নির্দেশনা দেয়া হয়।

২। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ সভায় জানান, ইতোমধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় ডিটিসিএ মেট্রোরেল আইন-২০১৫, মেট্রোরেল বিধিমালা-২০১৬ এবং মেট্রোরেলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, Allocation of Business অনুযায়ী মেট্রোরেল/গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধিক্ষেত্রভুক্ত। বর্তমানে ডিটিসিএ এর অধিক্ষেত্র দেশের অপরাপর মহানগরী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ডিটিসিএ আইন সংশোধনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। তদপ্রেক্ষিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় চট্টগ্রাম মেট্রোরেলের সম্ভাব্যতা যাচাই, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে মর্মে ২৯/০৩/২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন করেছেন।

৩। আইন সংশোধনের যৌক্তিকতাঃ

ক) বর্তমান আইনে ডিটিসিএ'র অধিক্ষেত্র হিসেবে বৃহত্তর ঢাকা (তথা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী) জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নগরায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন এবং নগর অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বিবেচনায় প্রস্তাবিত আইনে 'বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ'র অধিক্ষেত্ররূপে ঢাকা মহানগরীসহ বৃহত্তর ঢাকা ও সকল বিভাগীয় শহরস্থ সিটি কর্পোরেশন এলাকা এবং সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত যে কোনো এলাকা অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রস্তাবিত আইনের ১(৩) ধারা ও আইনের ২(ঝ) তে নগর এলাকার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে;

খ) বিভাগীয় পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের স্বার্থে পরিচালনা পরিষদ প্রয়োজনবোধে উহার যে কোন ক্ষমতা, নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বা বিভাগীয় পর্যায়ে একটি কমিটির উপর অর্পণ করতে পারবে। প্রস্তাবিত আইনের ২৫(২) ধারায় এ বিধান রয়েছে;

গ) ডিটিসিএ পরিচালনা পরিষদে সদস্য কো-অপ্ট করার বিধান নেই। যা প্রস্তাবিত আইনের ৭(৩) ধারায় সদস্য কো-অপ্টের বিধান রাখা হয়েছে;

ঘ) ডিটিসিএ'র বর্তমান আইনে কোন দণ্ড, শাস্তি বা জরিমানার বিধান নেই। এর ফলে অবকাঠামো ও এলাকাভিত্তিক ট্রাফিক সার্কুলেশন প্ল্যানসহ নকশা অনুমোদন, ছাড়পত্র প্রদান, যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অবকাঠামো নির্মাণ বন্ধ ও অপসারণ, পার্কিং-এর প্ল্যান নির্ধারণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদনে কেউ অপারগতা প্রকাশ করলে বা অনীহা প্রদর্শন করলে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। প্রস্তাবিত আইনের ২৮ ধারায় এ সংক্রান্ত বিধান রাখা হয়েছে;

ঙ) মেট্রোরেল, বিআরটি, সার্কুলার বা কমিউটার রেল ব্যবস্থার লাইসেন্সিংসহ যাবতীয় কার্যক্রম মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয়নি। প্রস্তাবিত আইনের ৯(ঘ) ধারায় এ সংক্রান্ত বিধান রাখা হয়েছে;

চ) রুট ফ্রাঞ্চাইজ (Franchise) পদ্ধতিতে বাস পরিচালনা পদ্ধতি প্রবর্তন ও পরিচালনা বিষয়টি মেট্রোরেল ও অন্যান্য রেল ব্যবস্থার সাথে একত্রিতভাবে রয়েছে যার ব্যাখা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত আইনের ৯(ঝ) ধারায় এ সংক্রান্ত বিধান রাখা হয়েছে;

ছ) Transit Oriented Development (TOD) বিষয়ে কোন নির্দেশনা নেই। প্রস্তাবিত আইনের ৯(ঢ) ধারায় এ সংক্রান্ত বিধান রাখা হয়েছে;

জ) "প্যারাট্রানজিট" তথা অপ্রথাগত ও তুলনামূলকভাবে অপ্রচলিত তবে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহন, এবং সকল প্রকার রিকশা, রিকশা ভ্যান, টু-হুইলার, থ্রি হুইলার ও হিউম্যান হলারসমূহ বর্তমানে সংজ্ঞায়িত নয়। । প্রস্তাবিত আইনের ২(ঠ)তে প্যারাটানজিটের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে;

ঝ) নগর এলাকায় রোড সেফটি অডিট সম্পাদন ও রোড ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি নেই। প্রস্তাবিত আইনের ৯(থ) ধারায় এ সংক্রান্ত বিধান রাখা হয়েছে;

ঞ) ডিটিসিএ ইতোমধ্যে স্মার্ট কার্ড (র‍্যাপিড পাস)-এর প্রচলন করেছে এবং একটি ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপন করা হয়েছে। তবে বর্তমান আইনে বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেনি। প্রস্তাবিত আইনের ৯(ট) ধারায় এ সংক্রান্ত বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রস্তাবিত আইনে ক্লিয়ারিং হাউজ এবং র‍্যাপিড পাস কার্ড ও সিস্টেমের সংজ্ঞা যথাক্রমে ২(ঘ) ও ২(ঙ)তে দেয়া হয়েছে;

ট) ডিটিসিএ নগর পরিবহন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। এ জন্য পরিবহন সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য একটি পরামর্শক পুল গঠন করা আবশ্যক। প্রস্তাবিত আইনের ১৩ ধারায় এ সংক্রান্ত বিধান রাখা হয়েছে;

ঠ) নগর পরিবহন পরিকল্পনা বিষয়ক দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা অতীব প্রয়োজন। প্রস্তাবিত আইনে এজন্য ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনের ২৩ ধারায় এ সংক্রান্ত বিধান রাখা হয়েছে;

ড) নগর পরিবহন ব্যবস্থা সংক্রান্ত নীতিমালা, গাইডলাইন, কারিগরী মান ইত্যাদি প্রণয়নের জন্য কোন সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। প্রস্তাবিত আইনের ৩৪ ধারায় সাধারণত যে সকল বিষয়ে নীতিমালা ও বিধিবিধান প্রয়োজন সে সংক্রান্ত একটি তালিকা সংযোজন করা হয়েছে।

সভাপতি এ পর্যায়ে উপস্থিত সকলকে বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর মতামত/পরামর্শ প্রদানের অনুরোধ জানান।

৪। আলোচনাঃ

জনাব মোঃ রফিকুল হাসান যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বলেন যে, নগর এলাকার সংজ্ঞাটিকে আরো সুনির্দিষ্ট করতে হবে। জনাব মোঃ সবুর হোসেন, যুগ্ম সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন, সিটি কর্পোরেশনসহ স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্যান্য নগর এলাকায় পরিবহন অবকাঠামো নির্মাণসহ নানাবিধ কাজ করেন। বিশেষত যেহেতু নগর এলাকায় ট্রাফিক সিগনালিং সিস্টেম সিটি কর্পোরেশনসমূহ ব্যবস্থাপনা করে, সেহেতু প্রস্তাবিত আইনের সাথে এ বিষয়টির সমন্বয় প্রয়োজন। প্রস্তাবিত আইনটি তাঁদের কাছে প্রেরণ করে লিখিত আকারে মতামত নেয়া যেতে পারে।

সভাপতি বলেন যে, পূর্বের আইনটি শুধু ঢাকা মহানগরী এবং সংলগ্ন সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আমাদের নগরসমূহে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরণের প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এর ফলে বিভিন্ন প্রকল্পের মাঝে সমন্বয় থাকছে না, যা পরবর্তীতে সমস্যার সৃষ্টি করছে। অনেক উন্নয়ন কাজ ও অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনার বাইরেও হচ্ছে। ফলে এই আইন প্রণয়নের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকার বাইরেও সমন্বিতভাবে নগর এলাকায় সুশৃঙ্খল পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ভূমির সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

জনাব মোহম্মদ আব্দুর রউফ, কোম্পানী সচিব, ঢাকা ম্যাস ট্রান্সজিট কোম্পানী লিমিটেড (DMTCL) বলেন, যেহেতু এই আইন সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী হচ্ছে সেহেতু বিভিন্ন শহরের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা ইত্যাদি সংস্থার সাথে এই আইনটি যেন সাংঘর্ষিক না হয় সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান ডিটিসিএ শুধুমাত্র পরিবহন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করবে বিধায় এ সকল সংস্থায় কার্যক্রমের সাথে প্রস্তাবিত আইনের কার্যাবলীসমূহের সাংঘর্ষিক হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এছাড়া, দাখিলকৃত খসড়া আইনটি গত ১৩/০১/২০২১ তারিখে ডিটিসিএ'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং পত্র মারফত স্টেকহোল্ডারদের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। ডিটিসিএ'তে বেশ কয়েকটি অভ্যন্তরীন সভায় আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত আইনটির খসড়া প্রাথমিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। গত ২৯/১০/২০২০ তারিখে বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২০ প্রণয়ন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, স্টেকহোল্ডারদের থেকে প্রাপ্ত লিখিত মতামতের আলোকে গত ২১/০১/২০২১ তারিখে একটি পর্যালোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব এ. কে. এম. শামীম আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, ডিটিসিএ যে STP প্রণয়ন করেছে সেটি সকলের মেনে চলার বিষয়ে বাধ্যবাধতা আরোপ করা দরকার। তিনি আরো বলেন যে, Clearing house, Rapid pass ও Smart card এর সংজ্ঞাগুলি আরো সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে। তবে এ বিষয়গুলোর উল্লেখ আইনে অবশ্যই থাকতে হবে নাহলে ভবিষ্যতে ক্লিয়ারিং হাউজ ও স্মার্ট সংশ্লিষ্ট দায়িত্বসমূহ'কে পালন করবে সেটি নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ সভায় বলেন, প্রস্তাবিত আইনটির নামের স্থলে 'বাংলাদেশ আরবান ট্রান্সপোর্ট অথরিটি/বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ' করার প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাবের সাথে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আনিসুর রহমান একমত পোষণ করে বলেন, প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ আরবান ট্রান্সপোর্ট অথরিটি/বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ' নামটি অধিক যুক্তিযুক্ত কারণ প্রতিষ্ঠানের নামের পূর্বে বাংলাদেশ যুক্ত করা যেতে পারে। পরিবহন কর্তৃপক্ষের কার্যের মাঝে সমন্বয়ের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত।

এ প্রসঙ্গে IIFC-এর পরামর্শক দলের টিম লিডার, জনাব আহসান আবদুল্লাহ সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক তাঁরা 'বাংলাদেশ আরবান ট্রান্সপোর্ট অথরিটি/ বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ' নামটিই প্রস্তাব করেছেন এবং আন্তর্জাতিক রীতি ও প্রতিবেশী দেশসমূহের এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম অনুযায়ী নামটি গ্রহণযোগ্য। এ বিষয়ে ভিন্ন প্রস্তাব না থাকায় নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ কর্তৃক প্রস্তাবিত নামকরণের বিষয়ে সভাপতি একমত পোষণ করেন।

৫। **বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ**

(ক) প্রস্তাবিত আইনের সংশোধিত নাম হবে "বাংলাদেশ আরবান ট্রান্সপোর্ট অথরিটি অথবা বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২;

(খ) প্রস্তাবিত খসড়া আইনটির উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে লিখিত মতামত প্রেরণ করবে;

(গ) প্রস্তাবিত আইনের খসড়া সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৬। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/৪/২০২২

মোঃ নজরুল ইসলাম

সচিব

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
ঢাকা মহানগরীর পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, সমন্বিত ও আধুনিকীকরণ করিবার লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভূক্ত করিয়া ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন		(DTCA আইনের বর্ণিত অংশ BUTA আইনে বাদ যাবে)
যেহেতু ঢাকা মহানগরীর পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত সমন্বিত ও আধুনিকীকরণ করিবার লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভূক্ত করিয়া ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্ দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথা:-		যেহেতু বাংলাদেশের নগর এলাকার পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, সমন্বিত ও পরিকল্পিত করার লক্ষ্যে পরিবহন খাতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষণ এবং সমন্বয়ের নিমিত্তে বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল, যথা:-
১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।** - (১) এই আইন ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।		১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন এবং প্রয়োগ।** - (১) এই আইন "বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ" আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে। (২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই তারিখ নির্ধারন করিবে, সেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে। (৩) এই আইনের অন্যত্র ভিন্ন রূপ কিছু নির্ধারিত না থাকিলে, এই আইন সমগ্র বাংলাদেশের নগর এলাকায় প্রয়োগ হইবে।
২। **সংজ্ঞা:**- বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-		২। **সংজ্ঞা:**-বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে:
(ক) "Act" অর্থ Town Improvement Act, 1953 (EB Act XIII of 1953);		**(DTCA আইনের "ক" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ক) **"উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ"** অর্থ শহর উন্নয়নের কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ;
(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ";		(খ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ";
(গ) "গণপরিবহন" অর্থ সর্বস্তরের জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা;	BUTAআইনের উপধারা-(ছ)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(গ) **"কমিটি"** অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত যে কোন কমিটি বা সাব-কমিটি;
(ঘ) "চেয়ারম্যান" অর্থ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান;	BUTAআইনের উপধারা-(জ)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ঘ) **"ক্লিয়ারিং হাউজ"** অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হইবে ও যা দ্বারা গণপরিবহন পরিচালনাকারী (পিটিও) এবং র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহারকারীদের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ক্যাশবিহীন ভাড়া আদায়সহ পিটিও সমূহের মধ্যকার সেটেলমেন্ট ও আর্থিক নিষ্পত্তি সম্পন্ন হবে।
(ঙ) "ডিটেইলড এরিয়া প্লান (DAP)" অর্থ Act এর অধীনে মাষ্টার প্লানের আলোকে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বিস্তারিত এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা;		**(DTCA আইনের "ঙ" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ঙ) (১) **"র‍্যাপিড পাস কার্ড"** অর্থ কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত গণপরিবহনের ভাড়া আদায়ের লক্ষ্যে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আইসি) চিপ সমৃদ্ধ স্মার্ট কার্ড, যাহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক মূল্য (stored value) এবং গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য সঞ্চিত থাকে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
		(২) **"র‍্যাপিড পাস সিস্টেম"** অর্থ র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহার করে কর্তপক্ষ কর্তৃক প্রবর্তিত সমন্বিত টিকেটিং ব্যবস্থা যাহা ক্লিয়ারিং হাউজ এবং র‍্যাপিড পাস কার্ড সমন্বয়ে গঠিত।
(চ) "ঢাকা" অর্থ Act এর Section 1(2) এর অধীন ঢাকা সিটি এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ জেলাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;		**(DTCA আইনের "চ" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(চ) **"কোম্পানী"** অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত এবং নিবন্ধিত কোন কোম্পানী;
(ছ) "ঢাকা মহানগরী" অর্থ Act এর Section 73(2) অনুসারে নির্ধারিত কোন এলাকা;		**(DTCA আইনের "ছ" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (গ)	(ছ) **"গণপরিবহণ"** অর্থ ভাড়ার বিনিময়ে কর্তপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত রূটে যাত্রী পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য উপযোগী যে কোনো মোটরযান;
(জ) "নির্বাহী পরিচালক" অর্থ ধারা ১২ এর অধীন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক;	BUTAআইনের উপধারা-(ট)	
	DTCA আইনের উপধারা (ঘ)	(জ) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান;
(ঝ) "পরিচালনা পরিষদ" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত পরিচালনা পরিষদ;	BUTAআইনের উপধারা-(ঢ)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ঝ) **"নগর এলাকা"** অর্থ ঢাকা মহানগরীসহ বৃহত্তর ঢাকা জেলা এবং সকল বিভাগীয় শহরস্থ সিটি কর্পোরেশন এলাকা এবং সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত যে কোনো এলাকাও ইহার অর্ন্তভূক্ত হইবে;

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
(ঞ) "পরিবহন" অর্থ সরকারী বা বেসরকারী যানবাহনে যাত্রী এবং মালামাল স্থানান্তরের ব্যবস্থা;	BUTAআইনের উপধারা-(ণ)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ঞ) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;
(ট) "ভাইস-চেয়ারম্যান" অর্থ পরিচালনা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান;		**(DTCA আইনের "ট" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (জ)	(ট) **"নির্বাহী পরিচালক"** অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন নিযুক্তীয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক;
(ঠ) "যানবাহন" অর্থ যাত্রী এবং মালামাল স্থানান্তরের জন্য যান্ত্রিক পরিবহন মাধ্যম;	BUTAআইনের উপধারা-(র)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ঠ) **"প্যারাট্রানজিট"** অর্থ অপ্রথাগত ও তুলনামূলকভাবে অপ্রচলিত তবে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহন, এবং সকল প্রকার রিকশা, রিকশা ভ্যান, টু-হুইলার, থ্রি হুইলার ও হিউম্যান হলারসমূহ ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;
(ড) "সদস্য" অর্থ পরিচালনা পরিষদের সদস্য;	BUTAআইনের উপধারা-(য)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ড) **"পরিকল্পনা"** অর্থ বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রশাসনিক বিভাগ, মহানগর বা জেলার জন্য প্রণীত মাস্টার প্ল্যানের আলোকে বিস্তারিত এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা;
(ঢ) "সচিব"অর্থ পরিচালনা পরিষদের সচিব;		**(DTCA আইনের "ঢ" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (ঝ)	(ঢ) **"পরিচালনা পরিষদ"** অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত পরিচালনা পরিষদ;
(ণ) "স্ট্র্যাটিজিক ট্রান্সপোর্ট প্লান (STP)" অর্থ ঢাকার জন্য প্রণীত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা;	BUTAআইনের উপধারা-(স)	

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
	DTCA আইনের উপধারা (ঞ)	(ণ) **"পরিবহন"** অর্থ ব্যক্তি ও পণ্য স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে অবকাঠামো, যানবাহন এবং পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত যাতায়াত ব্যবস্থা;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ত) **"প্রবিধান"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধান;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(থ) **"বহুতল ভবন"** অর্থ ১০ তলা বা ৩৩ মিটারের উর্ধ্বে যে কোন ইমারত বা ভবন, যাহাতে উচ্চতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সিঁড়িঘর, লিফট মেশিন রুম বা জলাধারের উচ্চতা গণ্য করা হইবে না। তবে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তনকৃত "বহুতল ভবন" এর সংজ্ঞা বা ইহার বৈশিষ্ট সমূহ প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে এই আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(দ) **"ব্যক্তি"** অর্থ কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী, সমিতি, অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা সাংবিধানিক বা অন্যকোন সংস্থাও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ধ) **"বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ"** অর্থ নগর অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট বাস রুটে একটি কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ বাস সার্ভিস;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ন) **"বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট" বা "বিআরটি"** অর্থ বিআরটি বাস চলাচলের জন্য সুনির্দিষ্ট পৃথক এলিভেটেডসহ ডেডিকেটেড লেন সম্বলিত সড়ক নির্ভর বাস ভিত্তিক দ্রুত গণপরিবহন ব্যবস্থা, এবং উক্ত ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল স্থাপনা, যন্ত্রপাতি ও অন্য কোনো সরঞ্জামাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(প) **"বিভাগ"** অর্থ ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় ঘোষিত যে কোন বিভাগও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ফ) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ব) **"মাল্টিমোডাল হাব"** অর্থ ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা গণপরিবহনের টার্মিনাল, নৌ-পরিবহন (নদী-বন্দর, ল্যান্ডিং স্টেশন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমুদ্র বন্দর) ও বিমানবন্দরের সহিত সড়ক বা রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বিত সংযোগ সৃষ্টি এবং সকল প্রকার যান ও ব্যক্তির অভিগম্যতা (accessibility) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থাপিত কেন্দ্র;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ভ) **"ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট" বা "দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা"** অর্থ নগরকেন্দ্রিক যাতায়াত ব্যবস্থা যেখানে ভূতল (underground), সমতল (at-grade) বা উহার উপরিতলে (elevated) নিরংকুশ পথাধিকার (right of way) বা সুনির্দিষ্ট লেন থাকে, এবং উক্ত পথাধিকার বা লেনের ভূতল, সমতল ও উপরিতলে অবস্থিত সকল স্থাপনা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ম) **"মেট্রোরেল"** অর্থ শহরভিত্তিক রেল ব্যবস্থা যেখানে ভূতল, সমতল বা উহার উপরিভাগে রেল ট্র্যাক সম্বলিত নিরংকুশ পথাধিকার থাকিবে, এবং উক্ত পথাধিকারের ভূতল, সমতল ও উপরিভাগে অবস্থিত সকল স্থাপনা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদিও উহার অর্ন্তভুক্ত হইবে;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত (সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮)	(য) **"মোটরযান"** অর্থ কোনো যন্ত্রচালিত যানবাহন বা পরিবহণ যান যাহা সড়ক, মহাসড়ক বা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত, নির্মাণ বা অভিযোজন করা হয় এবং যাহার চালিকা শক্তি অন্য কোনো বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে, এবং কোনো কাঠামো বা বডি সংযুক্ত হয় নাই এইরূপ চ্যাসিস ও ট্রেইলারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে সংস্থাপিত বা সংযুক্ত রেলের উপর দিয়া চলাচলকারী অথবা একচ্ছত্রভাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা বা অন্য কোনো নিজস্ব চত্বরে বা অঞ্চলে ব্যবহৃত যানবাহন অথবা মনুষ্য বা পশু দ্বারা চালিত যানবাহন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
	DTCA আইনের উপধারা (ঠ)	(র) **"যানবাহন"** অর্থ রাস্তায় ব্যবহারযোগ্য যাত্রী এবং মালামাল স্থানান্তরের জন্য যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহন মাধ্যম;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ল) **"লাইসেন্স"** অর্থ মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ বা বিআরটি আইন, ২০১৬ বা বাংলাদেশের নগর এলাকায় গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নসংশ্লিষ্ট যেকোন আইন বা এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(শ) **"লাইসেন্সী"** অর্থ মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ বা বিআরটি আইন, ২০১৬ বা বাংলাদেশের নগর এলাকায় গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নসংশ্লিষ্ট যেকোন আইন বা এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি;
	DTCA আইনের উপধারা (ড)	(ষ) **"সদস্য"** অর্থ পরিচালনা পরিষদের সদস্য এবং যে কোন কমিটির সদস্যও ইহার অর্ন্তভূক্ত হইবেন;
	DTCA আইনের উপধারা (ণ)	(স) **"স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্লান (STP)"** অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তক প্রণীত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গৃহীত সংশোধনীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(হ) ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট বা টিওডি অর্থ একটি মিশ্রণ ভুমি ব্যবহার উন্নয়ন যা বাণিজ্যিক, আবাসিক, দাপ্তরিক এবং বিনোদন এলাকার চারিপাশে কেন্দ্রীভুত কিংবা ট্রানজিট স্টেশনের কাছাকাছি অবস্থিত।
৩। আইনের প্রধান্য।- আপাততঃ কার্যকর অন্য কোন আইন, চুক্তি বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোন দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রধান্য পাইবে।	-	**৩। আইনের প্রাধান্য।**— আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, চুক্তি বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোন দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রধান্য পাইবে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
৪। **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা**।- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ" নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।	-	৪। **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা**।— (১) সরকার, এই আইন কার্যকর হইবার পর যথা শীঘ্র সম্ভব এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, "বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ" নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।
(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও স্থানান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।		(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।
৫। **প্রধান কার্যালয়** ।- কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।		৫। **কর্তৃপক্ষের কার্যালয়**।-(১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে। সকল বিভাগীয় শহরে কর্তৃপক্ষ উহার অধঃস্তন বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিবে। (২) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার অধঃস্তন বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।
৬। **কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও প্রশাসন**।- (১) কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রশাসন ধারা ৭ এর অধীন গঠিত পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।		৬। **কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও প্রশাসন**।— (১) কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে;
(২) পরিচালনা পরিষদ উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।		(২) পরিচালনা পরিষদ উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।
৭। **পরিচালনা পরিষদের গঠন**।- পরিচালনা পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-		৭। **পরিচালনা পরিষদের গঠন**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের একটি পরিচালনা পরিষদ থাকিবে, যথাঃ-
(১) মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;		(ক) মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
(২) মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, পদাধিকারবলে, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;		(খ) মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;
(৩) মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, পদাধিকারবলে, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;		(গ) মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;
(৪) সরকার কর্তৃক মনোনিত ৩ (তিন) জন সংসদ-সদস্য;	BUTAআইনের উপধারা-(ছ)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ঘ) মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়;
(৫) সচিব, সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(জ)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ঙ) মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রনালয়;
(৬) সচিব, রেলপথ বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(ঞ)	
	DTCA আইনের উপধারা (২০)	(চ) মেয়র, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন;
(৭) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;		**(DTCA আইনের "৭" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (৪)	(ছ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ০৩ (তিন) জন সংসদ-সদস্য;
(৮) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(ট)	
	DTCA আইনের উপধারা (৫)	(জ) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ;
(৯) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(ঠ)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ঝ) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
(১০) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(ড)	
(১১) সচিব, সেতু বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(ঢ)	
	DTCA আইনের উপধারা (৬)	(ঞ) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়;
(১২) মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(ণ)	
(১৩) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(ত)	
	DTCA আইনের উপধারা (৮)	(ট) সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ;
(১৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পদাধিকারবলে;		**(DTCA আইনের "১৪" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (৯)	(ঠ) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়;
(১৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(ধ)	
	DTCA আইনের উপধারা (১০)	(ড) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;
(১৬) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, পদাধিকারবলে;		**(DTCA আইনের "১৬" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (১১)	(ঢ) সচিব, সেতু বিভাগ;
(১৭) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পদাধিকারবলে;		**(DTCA আইনের "১৭" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (১২)	(ণ) পুলিশ মহাপরিদর্শক;
(১৮) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(দ)	

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
	DTCA আইনের উপধারা (১৩)	(ত) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;
(১৯) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(থ)	
(২০) মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(চ)	
(২১) মেয়র, মানিকগঞ্জ পৌরসভা, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(প)	
(২২) মেয়র, মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(ফ)	
	DTCA আইনের উপধারা (১৯)	(থ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ;
(২৩) মেয়র, নরসিংদী পৌরসভা, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(ব)	
	DTCA আইনের উপধারা (১৮)	(দ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ;
(২৪) মেয়র, গাজীপুর পৌরসভা, পদাধিকারবলে;		**(DTCA আইনের "২৪" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (১৫)	(ধ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন;
(২৫) মেয়র, টঙ্গি পৌরসভা, পদাধিকারবলে;		**(DTCA আইনের "২৫" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ন) মেয়র, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন;
(২৬) মেয়র, সাভার পৌরসভা, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(ভ)	
	DTCA আইনের উপধারা (২১)	(প) মেয়র, মানিকগঞ্জ পৌরসভা;

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
(২৭) সভাপতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি, পদাধিকারবলে;		**(DTCA আইনের "২৭" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (২২)	(ফ) মেয়র, মুন্সিগঞ্জ পৌরসভা;
(২৮) সভাপতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(র)	
	DTCA আইনের উপধারা (২৩)	(ব) মেয়র, নরসিংদী পৌরসভা;
(২৯) সভাপতি, বাংলাদেশ বাস ট্রাক মালিক সমিতি, পদাধিকারবলে;	BUTAআইনের উপধারা-(য)	
	DTCA আইনের উপধারা (২৬)	(ভ)মেয়র, সাভার পৌরসভা;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ম) প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ;
(৩০) কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক, যিনি উহার সচিবও হইবেন;	BUTAআইনের উপধারা-(শ)	
	DTCA আইনের উপধারা (২৯)	(য) বাস/ট্রাক মালিক সমিতির পক্ষে-১ জন প্রতিনিধি;
	DTCA আইনের উপধারা (২৮)	(র) সরকার মনোনীত সড়ক পরিবহন ও শ্রমিক ফেডারেশনের-১ জন প্রতিনিধি;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ল) সরকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক পরিবহন বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি;
	DTCA আইনের উপধারা (৩০)	(শ) কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(২) পরিচালনা পরিষদের মনোনীত সদস্যগণের মেয়াদ ৩ (তিন) বছর, তবে- (ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ছ) এ উল্লেখিত মনোনীত কোনো সংসদ সদস্য মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোনো সময় জাতীয় সংসদের স্পীকার বরাবরে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন,

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
		এবং স্পীকার কর্তৃক পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; (খ) উপধারা (১) এর দফা (ল, শ, ষ, স, এবং হ) এ উল্লেখিত মনোনীত কোনো সদস্য সরকার বরাবরে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং সরকার কর্তৃক পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় সংসদের স্পীকার, বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সরকার, প্রয়োজনবোধে, যে কোনো সময় উক্তরূপ মনোনীত যে কোনো সদস্যকে মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে কোনো কারণ না দর্শাইয়া অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন। (৩) পরিচালনা পরিষদ, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।
৮। কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।-কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-		**৮। কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।**—কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-
(ক) ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনকল্পে ঢাকার পরিবহন খাতে কৌশলগত পরিকল্পনা এবং আন্তঃকর্তৃপক্ষ সহযোগিতা ও সমন্বয় করা;		**(DTCA আইনের "ক" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ক) নগর এলাকায় সমন্বিত পরিবহন অবকাঠামো নির্মাণ ও র‍্যাপিড পাস সিস্টেম সম্বলিত গণ পরিবহন ব্যবস্থা চালু।
(খ) ঢাকার গণপরিবহন (Public Transport) সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান;	BUTAআইনের উপধারা-(গ)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(খ) নগর এলাকার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পরিচালনা ও অবকাঠামো নির্মাণ, পার্কিং নিয়ন্ত্রণ।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
(গ) Act এর Section 74(1) এর অধীন অনুমোদিত ও প্রকাশিত মাষ্টার প্ল্যান মোতাবেক ঢাকার সার্বিক উন্নয়নের নীতি-কৌশলের সংগে যানবাহন, পরিবহন ও এতদসম্পর্কিত অবকাঠামোর উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় করা;	BUTAআইনের উপধারা-(ঘ)	
	DTCA আইনের উপধারা (খ)	(গ) গণপরিবহন সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান;
(ঘ) ঢাকায় একটি নিরাপদ সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, জনসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।		**(DTCA আইনের "ঘ" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (গ)	(ঘ) নগর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের নীতি ও কৌশলের সংঙ্গে গণপরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় করা;
৯। কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।- কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-		**৯। কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।**—কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-
(ক) ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনের লক্ষ্যে পরিবহন নীতিমালা ও স্কীম প্রণয়ন, অনুমোদন এবং পরিবহন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নের কার্যক্রম তদারকী;		(ক) নগর এলাকার জন্য পরিবহন সেক্টরে কৌশলগত পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা, নীতিমালা ও স্কীম প্রণয়ন এবং অনুমোদন ও উহা বাস্তবায়নের কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয়করন;
(খ) সরকারি ও বেসরকারি পরিবহন ব্যবস্থাপনার সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনাসহ উন্নত পরিবহন সেবা নিশ্চিত করা;		**(DTCA আইনের "খ" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (গ)	(খ) নগর এলাকার কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিবহন ব্যবস্থা ও পরিবহন অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রাথমিক সম্মতি এবং উহার ধারাবাহিকতায় প্রণীত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর ছাড়পত্র প্রদান;
(গ) বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার বাস্তবায়িতব্য পরিবহন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের চূড়ান্ত নক্সা অনুমোদন;	BUTAআইনের উপধারা-(খ)	

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
	DTCA আইনের উপধারা (চ)	(গ) কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিতব্য বহুতল ভবন, আবাসন প্রকল্প; এবং (শিল্পাঞ্চল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্টেডিয়াম, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও প্রেক্ষাগৃহ, শপিংমল, কমিউনিটি সেন্টার, হাসপাতাল, বিনোদন পার্ক প্রভৃতি অবকাঠামো) যা বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে যেমন এ সংক্রান্ত বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে, সেই সকল স্থাপনার যানবাহন প্রবেশ ও নির্গমণের ট্রাফিক সার্কুলেশন প্লান সহ নকশা অনুমোদন, ছাড়পত্র প্রদান ও মনিটরিং;
(ঘ) Act এর Section 74(1) এর অধীন প্রকাশিত মাষ্টার প্লান, DAP, STP ও অন্যান্য সমীক্ষা বিবেচনাক্রমে ঢাকার পরিবহন, যানবাহন, রাস্তা, ফুটপাত, রাস্তা সংলগ্ন স্থানের ব্যবস্থাপনা এবং পার্কিং নীতি প্রণয়ন;	BUTAআইনের ধারা ১০ এর উপধারা-(চ) তে এটি বর্ণিত আছে। ফলে DTCA'র এই উপধারা বাদ যাবে।	
		(ঘ) নগর এলাকায় ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, সার্কুলার বা কমিউটার রেল ব্যবস্থা, ইত্যাদির নির্মাণ, পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও হস্তান্তরের অনুমোদন, কারিগরি মান ও ভাড়া নির্ধারণসহ এতদসংক্রান্ত লাইসেন্সীর যাবতীয় কার্যক্রম মনিটরিং এবং নিয়ন্ত্রণ;
(ঙ) রাস্তায় পথচারীদের চলাচলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয়;	BUTAআইনের ধারা ১০ এর উপধারা-(ঘ) তে এটি বর্ণিত আছে । ফলে DTCA'র এই উপধারা বাদ যাবে।	
	DTCA আইনের উপধারা (ছ)	(ঙ) সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থার অন্তরায় ও যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অবকাঠামো নির্মানে এবং নির্মিত অবকাঠামো অপসারণে এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, বা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান;

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
(চ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্মিতব্য বহুতল ভবন ও আবাসিক প্রকল্পে যানবাহনের প্রবেশ-নির্গমন ও চলাচল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নক্সা অনুমোদন এবং তদারকী;	BUTAআইনের উপধারা-(গ)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(চ) নগর এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা (Traffic Management) ও পরিবহন অবকাঠামো(Traffic Infrastructure) এর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, প্রবিধানমালা, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদানসহ এতদসংশ্লষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের অনুমতি প্রদান ও মনিটরিং।
(ছ) সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অবকাঠামো নির্মাণে এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী নির্মিত অবকাঠামো অপসারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান;	BUTAআইনের উপধারা-(ঙ)	
	DTCA আইনের উপধারা (প)	(ছ) নগর এলাকায় ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, সার্কুলার/ কমিউটার রেলসহ অন্যান্য সকল গণপরিবহন (প্যারাট্রানজিটসহ) ব্যবস্থার রুটের পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন এবং যাত্রী ভাড়া ও লেন নির্ধারণ;
(জ) সকল প্রকার ব্যাক্তিমালিকানাধীন যানবাহন, সরকারী ও বেসরকারী পরিবহন নিয়ন্ত্রণের নীতিমালা প্রণয়ন, উক্ত নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলী প্রণয়ন এবং পরিবহন পরিচালনা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সহিত প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন;		**(DTCA আইনের "জ" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (ব)	(জ) দ্রুত ও উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নগর এলাকায় ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি),এবং রুট ভাড়া অথবা লীজ প্রদানের মাধ্যমে (রুট ফ্রাঞ্চাইজ) বাস বা রেল (মেট্রো/মনো/সার্কুলার/কমিউটার) বা এক্সপ্রেসওয়ে (উচ্চ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লেন) পরিচালনার জন্য সরকারী, বেসরকারী অথবা সরকারি-বেসরকারি যৌথ মালিকানায় বা যৌথ অংশীদারিত্বের

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
		ভিত্তিতে পরিবহন পরিচালনার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
(ঝ) যানবাহন চলাচলের উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;		**(DTCA আইনের "ঝ" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ঝ) রুট ফ্রাঞ্চাইজ (Franchise) পদ্ধতিতে বাস পরিচালনার জন্য রুটের পরিকল্পনা প্রণয়ন, রুটের অনুমোদন, রুট পারমিট প্রদান, বাস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, বাস অপারেটর কোম্পানীর সাথে ফ্রাঞ্চাইজ চুক্তি সম্পাদন এবং চুক্তি অনুযায়ী পরিবীক্ষণ, ভাড়া নির্ধারণ ও প্রয়োজনে ভাড়া আদায়, বাস পরিবহন খাতে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ও প্রনোদনা প্রদানের সুপারিশ এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ;
(ঞ) পরিবহন ব্যবহারকালে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ও পরিবহন সংক্রান্ত নিরাপত্তা নীতিমালা প্রণয়ন;		**(DTCA আইনের "ঞ" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (গ)	(ঞ) সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও যাত্রীসেবা নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত টার্মিনাল, ডিপো, ইত্যাদি স্থাপনার বিষয়ে নীতি ও কৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং উহা বাস্তবায়ন;
(ট) সকল শ্রেণীর ও প্রকারের যানবাহনের পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান;	BUTAআইনের উপধারা-(ন)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ট) স্মার্ট কার্ড (র‍্যাপিড পাস) এর মাধ্যমে কতৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি), বাস (রুট ফ্রাঞ্চাইজসহ) বা রেল (মেট্রো/মনো/সার্কুলার/কমিউটার) বা এক্সপ্রেসওয়েসহ (উচ্চ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লেন),সকল প্রকার গণপরিবহনের ভাড়া আদায় এবং উক্ত স্মার্ট কার্ড (র‍্যাপিড পাস) এর ব্যবস্থাপনা ও ক্লিয়ারিং হাউজ পরিচালনা করা।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
(ঠ) পরিবহন সংক্রান্ত কর আরোপ এবং অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;	BUTAআইনের উপধারা-(প)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ঠ) নগর এলাকায় সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা (Integrated Transport System) নিশ্চিতকরণে সড়ক, নৌ, রেল ও বিমানবন্দরে যাতায়াত ব্যবস্থার সমন্বয়করণ এবং এ লক্ষ্যে মাল্টিমোডাল হাবের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কাজ তদাকরি;
(ড) যানবাহন ও পরিবহন ইঞ্জিনিয়ারিং স্কীম প্রণয়ন এবং উহা অনুমোদন;		**(DTCA আইনের "ড" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ড) নগর এলাকার জন্য রাস্তার ক্রমবিভক্ত শ্রেণীবিভাগ (Road Hierarchy) রাস্তা ও ফুটপাতের মান (Standard) নির্ধারণ ও এর ভিত্তিতে রাস্তাসমূহে যানের প্রকার, সংখ্যা, গতিসীমা, চলাচলের অধিক্ষেত্র প্রভৃতি নির্ধারণ, প্রণয়ন ও মনিটরিং।
(ঢ) যানবাহনের পার্কিং সুবিধার লক্ষ্যে গৃহীত পার্কিং প্ল্যান ও যানবাহন চলাচলের নক্সা অনুমোদন;	BUTAআইনের উপধারা-(ধ)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ঢ) নগরীতে সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা, পরিবহন অবকাঠামো/ স্থাপনা (বিশেষত গণপরিবহনের স্টপেজ/ টার্মিনাল/স্টেশনসমূহ) ও সে সংলগ্ন স্থানসমূহের সুষ্ঠু, যথাযথ ও কার্যকর ভূমি ব্যবহারের (Landuse) লক্ষ্যে ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট (Transit Oriented Devolopment, TOD) সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা, নকশা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ মনিটরিং;
(ণ) যানবাহনের ডিপো, টার্মিনাল, ইত্যাদি স্থাপনার বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদান ও তদারকী;	BUTAআইনের উপধারা-(ঞ)	

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ণ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নগর এলাকার গণপরিবহন ও ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিটসমূহের কারিগরী মান (Technical Standard) নির্ধারণ, পর্যালোচনা এবং উহা অনুমোদন;
(ত) পরিবহন খাতের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমলা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকী;	BUTAআইনের উপধারা-(ফ)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ত) নগর অঞ্চলে এলাকাভিত্তিক ট্রাফিক সার্কুলেশন প্ল্যান প্রণয়ন, পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন মনিটরিং;
(থ) বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবহন সংখ্যা ও প্রকৃতি নির্ধারণ;		**(DTCA আইনের "থ" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(থ) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নগর এলাকায় রোড সেফটি অডিট সম্পাদন ও রোড ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন কার্যক্রম পরিচালনা;
(দ) যানবাহন ও পরিবহন সংক্রান্ত আইন প্রয়োগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;		**(DTCA আইনের "দ" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(দ) ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে ইন্টারসেকশন ও ট্রাফিক সিগন্যালসমূহের নকশা প্রণয়ন, পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন কার্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিং;
(ধ) ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচলের কারণে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণরোধে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;	BUTAআইনের উপধারা-(ন)	
	DTCA আইনের উপধারা (ঢ)	(ধ) যানবাহন (গণপরিবহনসহ) পার্কিং সুবিধার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত পার্কিং প্লান ও যানবাহন চলাচলের নকশা অনুমোদন;

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
(ন) দ্রুতগামী গণপরিবহন (Mass Rapid Transit) ব্যবস্থা সংক্রান্ত নীতি ও প্রকল্প প্রণয়ন, ক্ষেত্রবিশেষে বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে পরামর্শ প্রদান ও তদারকী;		**(DTCA আইনের "ন" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (ট) ও (ধ)	(ন) যানবাহন চলাচলের কারণে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ রোধে সকল শ্রেণী ও প্রকারের যানবাহনের পরিবেশ সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান;
(প) বিভিন্ন পরিবহন রুটের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রুট ও লেন নির্ধারণের বিষয়ে নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;	BUTAআইনের উপধারা-(ছ)	
	DTCA আইনের উপধারা (ঠ)	(প) নগর পরিবহন সংক্রান্ত লাইসেন্স, কর, ফি, চার্জ, প্রণোদনা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে সরকার বরাবর সুপারিশ প্রদান;
(ফ) নৌ-পরিবহন রুটের সহিত স্থল পরিবহনের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উহা বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান;		**(DTCA আইনের "ফ" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (ত)	(ফ) পরিবহন খাতের উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নসহ এতদোদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও উহার পরিচালনা;
(ব) দ্রুত ও উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থার আওতায় বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, মেট্রোরেল এবং রুট ভাড়া অথবা লীজ প্রদানের মাধ্যমে (রুট ফ্রাঞ্চাইজ) বাস বা রেল (মেট্রো/মনো/সার্কুলার/কমিউটার) বা এক্সপ্রেসওয়ে (উচ্চ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন লেন) পরিচালনার জন্য সরকারী, বেসরকারী অথবা সরকারী-	BUTAআইনের উপধারা-(জ)	

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
বেসরকারী যৌথ মালিকানায় পরিবহন পরিচালনার কার্যক্রম, ভাড়া নির্ধারণ এবং এতদ্সংক্রান্ত অন্যান্য কাজের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও অনুমোদন;		
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ব) পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও উন্নত সেবা নিশ্চিতকরণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কার্যকর পরিবহণ ব্যবস্থাপনার সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান ও এ লক্ষ্যে সকল প্রকার সমীক্ষা, স্টাডি, গবেষণাকর্ম সম্পাদন এবং তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
(ভ) গণপরিবহন সংক্রান্ত প্রচারণ ও তথ্য বিনিময়;	BUTAআইনের উপধারা-(ম)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ভ) সমন্বিত ইউটিলিটি ম্যাপ সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ এবং নগর পরিবহন খাতে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের এজবিল্ট ড্রয়িং সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
(ম) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চুক্তি সম্পাদন;		**(DTCA আইনের "ম" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (ভ)	(ম) পরিবহন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রচারণা ও তথ্য বিনিময়করণ;
(য) উপরি-উক্ত কোন বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক অন্য কোন কাজ;	BUTAআইনের উপধারা-(র)	
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(য) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবহন সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনে যে কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
(র) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;		**(DTCA আইনের "র" উপধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**
	DTCA আইনের উপধারা (য)	(র) উপরিউক্ত কোন বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোনো বা সকল কাজ মনিটরিং ও বাস্তবায়ন।
১০। পরিচালনা পরিষদের সভা।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, পরিচালনা পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।		**১০। পরিচালনা পরিষদের সভা।-** (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে পরিচালনা পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারন করিতে পারিবে।
(২) পরিচালনা পরিষদের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, সময় ও তারিখে আহুত হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি বৎসর কমপক্ষে তিনবার সভা অনুষ্ঠিত হইবে।		(২) পরিচালনা পরিষদের সকল সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, সময় ও তারিখে উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহুত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি বৎসর কমপক্ষে ০৩ (তিন) বার সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহবান করা যাইবে।
(৩) চেয়ারম্যান পরিচালনা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যানের মধ্যে যিনি অগ্রে তিনি সভার সভাপতিত্ব করিবেন।		(৩) সভায় পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান হইবেন সভার সভাপতি। তবে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার অনুমতিক্রমে ১ নং ভাইস-চেয়ারম্যান এবং উভয়ের অনুপস্থিতে ২ নং ভাইস-চেয়ারম্যান সভার সভাপতিত্ব করিবেন।
(৪) দশজন সদস্য সমন্বয়ে পরিচালনা পরিষদের সভার কোরাম গঠিত হইবে, তবে মূলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।		(৪) পরিচালনা পরিষদের সভায় কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।
(৫) পরিচালনা পরিষদের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।		(৫) পরিচালনা পরিষদের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা পরিচালনা পরিষদ গঠনের ত্রুটি থাকার কারণে পরিচালনা পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।		(৬) শুধুমাত্র কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা পরিচালনা পরিষদ গঠনের কোন ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিচালনা পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবেনা এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।
১১। আমন্ত্রিত সদস্য।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিচালনা পরিষদের সদস্য নহে অথচ সভার আলোচ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা বা অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইলে তিনি পরিচালনা পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করার অধিকারী হইবেন, তবে তাঁহার কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।		**১১। আমন্ত্রিত সদস্য।**— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিচালনা পরিষদের সদস্য নহে অথচ সভার আলোচ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা বা অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইলে তিনি পরিচালনা পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করার অধিকারী হইবেন, তবে তাঁহার কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	**১২। পরামর্শক পুল গঠন।**— (১) কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উহার কার্য পরিচালনায় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিগনের সমন্বয়ে একটি পরামর্শক পুল গঠন করিতে পারিবে। (২) পরামর্শক পুলের গঠন, কাঠামো, কার্যপরিধি, সম্মানী ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
	DTCA আইনের ধারা (১৪)	**১৩। কমিটি, সাব কমিটি ইত্যাদি।**— কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুস্পষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থার কর্মচারীর সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি বা সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটি বা সাব-কমিটির কার্যপরিধি আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
১২। নির্বাহী পরিচালক।- (১) কর্তৃপক্ষের একজন নির্বাহী পরিচালক থাকিবে। (২) নির্বাহী পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্হিরীকৃত হইবে। (৩) নির্বাহী পরিচালক কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন। (৪) নির্বাহী পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্হিতি, অসুস্হতা বা অন্য কোন কারণে নির্বাহী পরিচালক তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে উক্ত শূন্য পদে নব নিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক কার্যভারা গ্রহণ না করা পর্যন্ত, অথবা নির্বাহী পরিচালক পূণরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি নির্বাহী পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।		**১৪। নির্বাহী পরিচালক।-** (১) কর্তৃপক্ষের একজন নির্বাহী পরিচালক থাকিবেন। (২) নির্বাহী পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্হিরীকৃত হইবে। (৩) নির্বাহী পরিচালক কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন। (৪) নির্বাহী পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্হিতি, অসুস্হতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে উক্ত শূন্য পদে নবনিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা নির্বাহী পরিচালক পুনরায় স্বীয়-দায়িত পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত জেষ্ঠ অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক রূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
১৩। কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।- কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।		**১৫। কর্তৃপক্ষের কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি।—(১)** কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(২) কর্তৃপক্ষের কর্মচারীগণ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন। (৩) কর্তৃপক্ষের কর্মচারীগণ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের(জিপিএফ) ও পেনশনের আওতাভুক্ত হবেন এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্যান্য সুবিধাদিও প্রাপ্য হবেন। (৪) কর্তৃপক্ষের সকল কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদিগের চাকুরির শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে। (৫) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক/উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগের চাকুরির শর্তাবলী আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
১৪। কমিটি।- কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুস্পষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।	BUTAআইনের ধারা-(১৩)	

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
১৫। **কর্তৃপক্ষের তহবিল** ।- (১) কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:- (ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; (খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; (গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ; (ঘ) কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ; (ঙ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ। (২) এই তহবিল কর্তৃপক্ষের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই তহবিল হইতে অর্থ উঠানো যাইবে। (৩) এই তহবিল হইতে কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহ করা হইবে। (৪) কর্তৃপক্ষ তহবিলের অর্থ বা উহার অংশ বিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।		**(DTCA আইনের "১৫" ধারা BUTA আইনে বাদ যাবে)**

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
১৬। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।- কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।		**১৬। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।**— কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।
১৭। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।- (১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।		**১৭। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।**— (১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং সরকারের নিকট দাখিল করিবে।
(২) প্রত্যেক অর্থ বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে নির্বাহী পরিচালক কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা রিপোর্ট পরিচালনা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিবেন। (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলিয়া উল্লেখিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।	BUTAআইনের উপধারা-(৫)	(২) নির্বাহী পরিচালক প্রত্যেক অর্থ বৎসরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব কর্তৃপক্ষের নিজস্ব নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করাইবেন এবং নিরীক্ষক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পরিষদের নিকট পেশ করিবেন।
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
(৪) উপ-ধারা (৩) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেদ, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষের যে কোন সদস্য নির্বাহী পরিচালক এবং কর্তৃপক্ষের অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।	BUTAআইনের উপধারা-(৬)	

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(৪) কর্তৃপক্ষের সকল প্রকার ব্যয় প্রাক-নিরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিশোধিত হইবে।
	DTCA আইনের উপধারা (৩)	(৫) বাংলাদেশের মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন একটি অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।
	DTCA আইনের উপধারা (৪)	(৬) উপ-ধারা (৫) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষের যে কোন সদস্য নির্বাহী পরিচালক এবং কর্তৃপক্ষের অন্যান্য কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	**১৮। ঋণ গ্রহনের ক্ষমতা।**– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যেকোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা দেশী বা বিদেশী যে কোন বৈধ উৎস হইতে ঋণ গ্রহন করিতে পারিবে। (২) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারের নিকট হইতে সরকারের জামিনদারিত্বে কোন ঋণ গ্রহণ করা হইলে, উক্ত ঋণের শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে॥
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত (DTCA আইনের ধারা ৯ এর উপধারা "ম" এর সাথে সম্পর্কিত)	**১৯। চুক্তি সম্পাদন।**–কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিদেশী বা আর্ন্তজাতিক সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহন করিতে হইব।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	**২০। প্রকল্প গ্রহণে কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহন।— (১)** কর্তৃপক্ষের অনুমতি বা ছাড়পত্র গ্রহন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সরকারি দপ্তর নগর পরিবহন খাতে কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে না বা উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করিবে না।
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	**২১। অন্যান্য সংস্থার সহিত সমন্বয়, ইত্যাদি।—** (১) কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, পরিবহণ ব্যবস্থাপনার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন সংস্থা বা ব্যক্তিকে পরিবহন, যানবাহন, মোটরযান, গণপরিবহনসহ এই আইনে নির্দিষ্টকৃত কার্যাবলীর গুণগতমান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত সংস্থা বা ব্যক্তি প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতে সচেষ্ট থাকিবে। (২) কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় সহায়তা যাচনা করিতে পারিবে এবং উক্ত সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের উক্তরুপ সহায়তা প্রদান করিবে।
		(৩) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কর্পোরেশন বা সংস্থার সহযোগিতা।- সরকার, প্রয়োজনে, এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার নিমিত্তে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, কর্পোরেশন, সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র এবং উহাদের দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে।
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	**২২। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।-** পরিবহন খাতের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং উক্ত খাতের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও উহার কার্যাবলী নির্ধারণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	**২৩। পরিদর্শন, নির্দেশনা প্রদানের এখতিয়ার, ইত্যাদি।– (১)** কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মচারী এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে, পরিবহন অবকাঠামো সংক্রান্ত যে কোনো স্থাপনা, ডিপো, টার্মিনাল ইত্যাদি যে কোনো সময় পরিদর্শন করিতে এবং এতদসংশ্লিষ্ট যে কোনো নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে। (২) কোনো স্থাপনা, ডিপো, টার্মিনাল, ওয়ার্কশপ, ইত্যাদির মালিক বা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনে বাধা প্রদান করিবেন না এবং উক্ত উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।
১৮। ক্ষমতা অর্পণ ।- পরিচালনা পরিষদ উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে এবং নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান বা পরিচালনা পরিষদের কোন সদস্য, নির্বাহী পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।		**২৪। ক্ষমতা অর্পণ।**–(১) পরিচালনা পরিষদ প্রয়োজনবোধে উহার যে কোন ক্ষমতা, এবং নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান বা পরিচালনা পরিষদের অন্য কোনো সদস্য, নির্বাহী পরিচালক বা অন্য কোনো কর্মচারীর নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।
		(২) বিভাগীয় পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সুসংহতভাবে সম্পাদনের স্বার্থে পরিচালনা পরিষদ প্রয়োজনবোধে উহার যে কোন ক্ষমতা, নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বা বিভাগীয় পর্যায়ে একটি কমিটির উপর অর্পণ করিতে পারিবে।
১৯। কোম্পানী গঠনের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের, পূর্বানুমোদনক্রমে গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৃথক কোম্পানী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।		**২৫। কোম্পানী গঠনের ক্ষমতা।- (১)** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৃথক কোম্পানী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।
		(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো কোম্পানী গঠন করা হইলে উহা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হইবে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	**২৬। প্রশাসনিক জরিমানা, চার্জ, ফি, ইত্যাদি আদায়।—** এই আইনের অধীন অনাদায়ী লাইসেন্স ফি, টোল, প্রশাসনিক জরিমানার অথবা এতদসংশ্লিষ্ট বকেয়া পাওনা Public Demands Recovery Act, 1913 (Act III of 1913) এর অধীন সরকারী দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	**২৭। অপরাধ ও দন্ড।**—যদি কোন ব্যক্তি- (ক) নগর এলাকার পরিবহন বা পরিবহন অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট কোনো প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক সম্মতি এবং উহার ধারাবাহিকতায় প্রণীত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনো ছাড়পত্র গ্রহণ না করেন, বা (খ) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহুতল ভবন ও আবাসন প্রকল্প প্রভৃতি নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন প্ল্যানসহ ছাড়পত্র গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে এই আইনের অধীন উক্ত ব্যক্তির উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ০২ (দুই) থেকে ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ডে, বা অনধিক ০২ (দুই) লাখ টাকা থেকে ০৫ (পাঁচ) লাখ টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (গ) সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থার অন্তরায় ও যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অবকাঠামো নির্মানে অথবা নির্মিত অবকাঠামো অপসারণে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করা হইলে সরকারি কর্মচারীর আইনগত নির্দেশ অমান্যের অভিযোগে দন্ডবিধিতে বর্ণিত দন্ডে দন্ডিত হইবে।
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	**২৮। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**- (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘনকারী বা অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির মালিক, অংশীদার, স্বত্বাধিকারী, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী বা এজেন্ট, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বিধানটি লঙ্ঘন বা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
		(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি আইনগত ব্যক্তিসত্তা (Body Corporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে পৃথকভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে। **ব্যাখ্যা।**-এই ধারায়- (ক) 'কোম্পানি' অর্থে যে কোন সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে; (রেফারেন্স সংযুক্ত করতে হবে) এবং (খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পরিচালক' অর্থে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	**২৯। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।**— ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইন বা বিধির অধীন কোন মামলা বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না।
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	**৩০। ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ।**— এই আইনের বিধানাবলীর অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আইন বা বিধির অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি (Code of Criminal Procedure, 1898) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	**৩১। মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার।**- এ আইনের অন্যান্য ধারায় ভিন্নরুপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের ধারা ২৮ (খ) এর অধীন অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত করিয়া বিচার করা যাইবে।
২০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রনয়ন করিতে পারিবে।		**৩২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
২১। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরুপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।		**৩৩। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরুপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	**৩৪। আইনের আওতায় নীতিমালা, গাইডলাইন, কারিগরী মান ইত্যাদি প্রণয়ন।**— (১) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে, নগর এলাকায় সুষ্ঠু যান চলাচল নিশ্চিতকরণের জন্য, সময় সময়, নিম্নবর্ণিত কোনো বা সকল বিষয়ে নীতিমালা, গাইডলাইন, ইত্যাদি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা- (ক) নগর এলাকায় সকল প্রকার ব্যক্তি মালিকানাধীন যানবাহন ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রবিধান, নীতি, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়ন; (খ) নগর এলাকায় যানবাহনের আগমন/ বর্হিগমন ও অভিগম্যতা ব্যবস্থাপনার (Urban Access Management Policy) নীতি, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়ন; (গ) নগর এলাকায় সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত উন্নয়ন নীতি, কৌশল, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে রাস্তা, ফুটপাত ও রাস্তা-সংলগ্ন স্থানের ভূমি-ব্যবহার (Landuse) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি ও গাইডলাইন প্রণয়ন;
	DTCA আইনের ধারা ৯ এর উপধারা (ঙ)	(ঘ) পথচারীদের নিরাপদ চলাচল ও পারাপারের জন্য পথচারী নিরাপত্তা নীতি (Pedestrian Safety Policy), গাইডলাইন, ইত্যাদি প্রণয়ন;
		(ঙ) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে রোড সেফটি অডিট, রোড ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন, ইন-ভেহিকেল সেফটি অডিট প্রভৃতি বিষয়ে নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন;

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
	DTCA আইনের ধারা ৯ এর উপধারা (ঘ)	(চ) নগর এলাকায় সুষ্ঠু পার্কিং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পার্কিং নীতি, গাইডলাইন, ইত্যাদি প্রণয়ন;
		(ছ) দ্রুতগামী গণপরিবহনের যাত্রীদের নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন; (জ) অযান্ত্রিক (Non-Motorized Tansport, NMT) এবং ইলেকট্রিক ও হাইব্রিড যানবাহন চলাচলে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন; (ঝ) নগর এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Traffic Management Plan) ও নীতি প্রণয়ন; (ঞ) নগর এলাকার সড়কের জ্যামিতিক নক্সা (Geometric Design), ইন্টারসেকশনের মান (Standard) সংক্রান্ত নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন; (ট) ট্রাফিক সিগন্যাল ও ট্রাফিক সার্কুলেশন সংক্রান্ত নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন; (ঠ) নগর এলাকায় পণ্যবাহী যানবাহন ও পণ্য পরিবহন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন; এবং (ড) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়। (২) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন নির্দেশনা যাচনা করিলে সরকার, প্রয়োজনে, তৎসম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	**৩৫। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।**—এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া স্বাপেক্ষে উক্ত রুপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।
২২। ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।— (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে। (২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।	BUTAআইনের ধারা-(৩৭)	
"২৩। ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড এর বিলোপ, ইত্যাদি।—		
(১) এই আইনের অধীন কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবার সংগে ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড, অতঃপর বিলুপ্ত বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে।	BUTAআইনের ধারা-(৩৬) এর উপধারা (২) এর (ক)	
(২) বিলুপ্ত বোর্ড এর- (ক) সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধাদি এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং অন্য সকল দাবি ও অধিকার কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানান্তরিত হইবে এবং কর্তৃপক্ষ উহার অধিকারী হইবে;	BUTAআইনের ধারা ৩৬ এর উপধারা-(৩) এর (ক)	
(খ) সকল ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব হইবে;	BUTAআইনের ধারা ৩৬ এর উপধারা-(৩) এর (খ)	

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
(গ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং বিলুপ্ত বোর্ডে কর্মরত থাকাকালে যে শর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন।	BUTAআইনের ধারা ৩৬ এর উপধারা-(৩) এর (ঙ)	
২৪। রহিতকরণ ও হেফাজত।– (১) ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৯ নং আইন), অতঃপর রহিত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।		**৩৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।**– (১) ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৮নং এবং ২৫ নং আইন), অতঃপর, উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।
(২) উক্তরুপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত আইনের অধীন কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) রহিত আইনের অধীন গৃহীত কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরুপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।"	BUTAআইনের ধারা ৩৬ এর উপধারা-(২) এর(গ)	
	DTCA আইনের ধারা (২৩) এর উপধারা(১)	(২) উপধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ স্বত্বেও- (ক) উক্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, অতঃপর বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(খ) এই আইনের অধীন পরিচালনা পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আইনের অধীন গঠিত পরিচালনা পরিষদ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পরিষদ হিসেবে গণ্য হইবে;

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
	DTCA আইনের ধারা (২৪) এর উপধারা(২) ও (৩)	(গ) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, জারীকৃত কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন, ট্রাফিক সার্কুলেশন, স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্লান (এসটিপি) প্রদত্ত কোন নোটিশ, গৃহীত কোন ব্যবস্থা অথবা কৃত বা চলমান কোন কাজকর্ম এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্য পুর্ণ হওয়া সাপেক্ষে রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীন প্রণীত, জারীকৃত, প্রদত্ত, গৃহীত, কৃত বা চলমান বলিয়া গণ্য হইবে।
	DTCA আইনের ধারা (২৩) এর উপধারা(২) এর (ক)	(৩) উক্ত আইন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে- (ক) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত, স্বার্থ, বিনিয়োগ, সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, নথিপত্রসহ সকল দলিলপত্র এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;
	DTCA আইনের ধারা (২৩) এর উপধারা(২) এর (খ)	(খ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের সকল ঋণ, দায়-দায়িত্ব উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে, এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের ঋণ, দায়-দায়িত্ব উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(গ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দায়েরকৃত সকল মামলা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা কর্তৃপক্ষ কতৃক দায়েরকৃত মামলা বলিয়া গণ্য হইবে;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(ঘ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্লান (এসটিপি) এবং রিভাইজড স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্লান (আরএসটিপি) এমন ভাবে কার্যকর এবং উহাদের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাও কার্যাদি অব্যাহত থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত, গৃহীত এবং সম্পাদিত আইনগত ডকুমেন্ট এবং কার্যাদি;

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (DTCA)	ডিটিসিএ আইনের ধারা সমূহ প্রস্তাবিত আইনের যে ধারা/উপধারায় আছে	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (BUTA)
	DTCA আইনের ধারা (২৩) এর উপধারা(২) এর (গ)	(ঙ) বিলুপ্ত কতৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাৎক্ষণিক ভাবে এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষে স্থানান্তরিত হইবেন এবং তাঁহারা, ক্ষেত্র মত সরকার বা এ আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং উক্তরুপ স্থানান্তরের পুর্বে তাহারা যে শর্তে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন, সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সেই একই শর্তে কর্তৃপক্ষের চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিবেন;
	BUTA আইনে নতুন যুক্ত	(চ) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের তহবিল সরকারী বিধি মোতাবেক পরিচালিত হইবে।
	DTCA আইনের ধারা (২২)	**৩৭। ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।**— (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের একটি ইংরেজী অনুদিত নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে। (২) বাংলা পাঠ ও উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রকাশিত ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।
মোঃ মাহফুজুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সচিব।		**উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি** **ভারপ্রাপ্ত** **ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী**